ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি
প্রধান বিচারপতি, ইসলামি ইমারাহ

আবদুর রশীদ তারাপাশী
অনূদিত

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি

মূল : শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি
অনুবাদ : আবদুর রশীদ তারাপাশী
সম্পাদনা : যুবাঈর আহমাদ
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : মে ২০২৩
স্বত্ব : ইত্তিহাদ পাবলিকেশন

প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

পরিবেশক : রকমারি ডটকম, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ
মূল্য : ৫৭০ টাকা মাত্র
আইএসবিএন : ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৯৪৯-৪-৬

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/Ettihadpublication

মূল প্রকাশকের মূল্যবান অভিমত

সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই মহান স্রষ্টা মানবজাতিকে সঠিকপথে চলার জন্য ধারাবাহিক নির্দেশনা দিয়েছেন। একে বলা হয় শরিয়ত। আসমান থেকে আগত এই শরিয়তের ব্যাখ্যায় প্রতি যুগে নবীদের প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নিকট দেওয়া হয়েছিল সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আসমানি শরিয়ত। কেয়ামত পর্যন্ত এই শরিয়ত অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আদেশ দেওয়া হয়েছে মানবজাতিকে। আলেম ও উলামা সম্প্রদায় এই লিখিত শরিয়তকেই যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে গেছেন। আর মহান সংরক্ষিত পবিত্র এই শরিয়তকেই রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন উম্মাহর নেতৃবৃন্দ।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া তিনি আমাদেরকে এই বিশৃঙ্খল যুগে ইসলামি আইন ও শাসনের স্বচ্ছ প্রকৃতিকে মানবজীবনে তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের জন্য এটি বিরাট একটি নেয়ামত। ইসলামি শাসনের ব্যাখ্যাসম্বলিত অগণিত গ্রন্থ বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যমান। তবে আলোচ্য গ্রন্থটি নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থের রচয়িতা এমন এক ব্যক্তি, যিনি বর্তমান যুগে ইসলামি শরিয়াহর প্রায়োগিক বাস্তবায়নে অনন্য ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন। অত্যন্ত শাস্ত্রীয় ঢংয়ে একে সাজিয়েছেন তিনি। অপ্রয়োজনীয় আবেগ অথবা ত্যাগের ইতিহাস টেনে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি বা আলোচ্যের বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রায় অবনমন ঘটাননি। সমকালীন যুগে ইসলামি আইন ও শাসনের যৌক্তিক অবস্থান ও প্রয়োগ নিয়ে দীর্ঘ আলাপ এনেছেন সুলেখক। প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থাগুলোর অসারতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে করেছেন চমৎকার দালিলিক শক্তিশালী উপস্থাপনা।

আমার সৌভাগ্য, আমি তার রচিত গ্রন্থগুলো নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি। প্রতিটি গ্রন্থ কালোত্তীর্ণ হলেও উপর্যুক্ত গ্রন্থটির প্রয়োজন ও চাহিদা ছিল অপরিসীম। সমগ্র মুসলিম বিশ্ব তাকিয়েছিল এমন একটি প্রায়োগিক ইসলামি আইন ও শাসনব্যবস্থা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়, যা তারা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলেও নিদেনপক্ষে মানুষের সামনে বিশ্বসভ্যতার প্রাচীন ও একমাত্র যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবে। খোদার মেহেরবানি, মুহতারাম এমনই একটি গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ পর্যায় আমি শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাঙালি জনগোষ্ঠীর কাছে, যারা ইসলামি আইন ও শাসনকে গভীরভাবে উপলব্ধির জন্য আমার শ্রদ্ধেয় পিতার রচিত কর্মটি আপন ভাষায় অনুবাদ করে ফেলেছেন। এই গ্রন্থের একাধিক ভাষায় অনুবাদকর্ম চলমান রয়েছে। তবে বাংলা ভাষা-ই এই কৃতিত্ব অর্জন করল, যারা সর্বপ্রথম বিশ্ব সমাদৃত এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করলেন। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা আদায় করছি ইত্তিহাদ পাবলিকেশনের প্রতি, যারা এই গ্রন্থের দায়িত্বশীল অনুবাদ উপহার দিয়েছেন। বেশকিছু প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আমার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। এদের মাঝে কাউকে আমি আরবি গ্রন্থ প্রকাশের অনুমতি এবং কাউকে বাংলা অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছি। এর বাংলা অনুবাদের অধিক হকদার ইত্তিহাদ পাবলিকেশন। তবে আরও যেসকল প্রতিষ্ঠান গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বা করবেন, তাদের প্রতিও শুভকামনা রইল। আমার সবিনয় অনুরোধ, শ্রদ্ধেয় পিতার ঐতিহাসিক কাজগুলো বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেওয়ায় আমাদের সহযোগী হবেন। খোদায়ে পাক আমাদের সবাইকে দীনের জন্য কবুল করেন।

আবদুল গনি মায়ওয়ান্দি
প্রকাশক, মাকতাবা উলুমে শরিয়াহ
২০শে শাবানুল মুয়াজ্জাম, ১৪৪৩ হিজরি।

আমিরুল মুমিনিন
হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহর

মূল্যবান অভিমত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রশংসা সবই আল্লাহর—যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন সত্য ও ইনসাফের মানদণ্ডরূপে। ন্যায় ও কল্যাণের বাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন রাসুলে আরাবিকে। নবীর ওয়ারিশ আলেমদের বানিয়েছেন ইলম ও ঈমানের পথপ্রদর্শক। অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আগত অনাগত সকলের সরদার, আমাদের সাইয়েদ, নিরক্ষর, চিরসত্যবাদী ও বিশ্বাসী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পূত ও পবিত্র সাহাবিগণসহ তার অনুগতদের ওপর।

হামদ ও সালাতের পর,

আমি আল-ইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়া নিজামুহা শিরোনামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের বৃহদাংশ অধ্যয়ন করেছি। মনে হয়েছে—সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলামি রাজনীতির ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। কিতাবটি অধ্যয়নের জন্য সেই উলামা-মাশায়েখের কাছে পাঠিয়ে দিই—যারা আমাদের কাছে উত্থাপিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নিরীক্ষণ করে থাকেন। নিরীক্ষার দৃষ্টিতে তারা গ্রন্থটি পাঠ করে একে সুন্দর প্রয়াস হিসেবে প্রত্যয়ন করেছেন। ফলে গ্রন্থটি আমার কাছে আমার ও মাশায়েখদের অধ্যয়নের মাধ্যমে নির্দ্বিধভাবে প্রত্যায়িত হয়েছে।

শায়খদের অধ্যয়ন পরবর্তী মন্তব্য হলো- আল্লাহ ইসলামকে বাছাই করেছেন মানবজীবনের সবদিকের উপযোগী ব্যবস্থাপনারূপে। এর মাধ্যমেই তিনি তাদের পথপ্রদর্শন করে থাকেন ইহ-পারলৌকিক জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে। পথ দেখান আকিদা, ইবাদত, উত্তম আচরণ এবং নেতৃত্বের প্রতি। আহ্বান জানান পারস্পরিক দায়িত্ববহন ও সত্যনিষ্ঠ আচরণের জন্য।

মুসলিম উম্মাহর ওপর এটা আল্লাহর এক অপার করুণা যে, তিনি প্রতি যুগে তার সন্তুষ্টি-প্রত্যাশী আলেমদের ইসলামি জ্ঞানশাস্ত্রের মৌলিক ও শাখাগত ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক গবেষণা ও সূক্ষ্ম আলোচনার তাওফিক দিয়ে থাকেন। ফলে তারা ইলমের অতল-সাগরে ডুব দিয়ে আহরণ করেন মণিমাণিক্য। অবগাহন করেন ইলমের নদী-নালা ও ঝরনাধারায়। এরপর বিভিন্ন শাস্ত্রে কলম ধরে রচনা ও সংকলন করেন ইলমের অমূল্য সম্ভার। সফল হন অচেনা দুর্মূল্য সম্পদ সংগ্রহে। প্রিয়নবীর বাণীর স্বার্থক প্রতিচ্ছবি হয়ে এই প্রয়াস এখনও অব্যাহত রয়েছে। নবীজির বাণী—'আমার উম্মাহর উদাহরণ হলো বৃষ্টির ন্যায়। জানা নেই এর শুরু না শেষ—কোন দিকে রয়েছে কল্যাণ।'[১]

আমাদের সামনে আল-ইমারাতুল ইসলামিয়া ওয়া নিজামুহা নামক যে গ্রন্থটি রয়েছে, তা রচনা করেছেন আলেমদের উসতাদ, সমকালীন ফকিহদের আস্থাভাজন, মুজাহিদ ফি সাবিলিল্লাহ, সকলের শায়খ, আল্লামা, মৌলবি আবদুল হাকিম। গ্রন্থটি হবে জ্ঞানপ্রাসাদের একটি স্বর্ণালি ইট। রচনা-শৈকলের রঙিন কড়া। ইসলামি রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গ্রন্থটি সূক্ষ্ম মাসআলা-মাসায়েলে পূর্ণ, দলিল-প্রমাণে সুদৃঢ় এবং এবং ভাষা ও অর্থ-বিবেচনায় মনোহর। বিন্যাস ও তাৎপর্যে শক্তিশালী। সংগ্রাম ও রাজনীতির পথের পথিকদের জন্য গ্রন্থটি হতে পারে উজ্জ্বল আলোক-মশাল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার সমীপে প্রার্থনা—তিনি যেন গ্রন্থটির মাধ্যমে উম্মতে মুসলিমাহকে উপকৃত করেন। তার অপার করুণা থেকে লেখককে উত্তম প্রতিদান দেন। আমাদের ও সকল মুসলমানকে তার ইলম ও প্রজ্ঞা থেকে সমৃদ্ধ হবার তাওফিক দান করেন। আমিন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه و سلم تسليما كثيرا.

হাকির হিবাতুল্লাহ আফাল্লাহু আনহু

১. সুনান আত-তিরমিজি।

বই সম্পর্কে কিছু কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি তার রাসুলদের পাঠিয়েছেন সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে। দান করেছেন কিতাব ও সত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড, যাতে মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায় ও ইনসাফ। প্রেরণ করেছেন লোহা—যার মধ্যে রয়েছে মানুষের বিপুল রণশক্তি আর বহুবিধ কল্যাণ। তিনি জানতে চান—কারা না দেখে আল্লাহ ও তার রাসুলকে সাহায্য করতে রাজি থাকে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ শক্তিমান ও ক্ষমতাধর। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে তিনি সমাপ্ত করেছেন নবুওয়তের ধারা। হেদায়াত ও সত্য দীনসহ তাকে প্রেরণ করেছেন দয়াময় খোদা। যেন দীন বিজয়ী হয় সকল দীনের ওপর। তাকে শক্তি জুগিয়েছেন শক্তিমান সাহায্যকারী দিয়ে। ইলম ও কলমের মাধ্যমে হেদায়াত ও রাজনীতির সমন্বয় ঘটিয়েছেন তার মাধ্যমে। শক্তি জুগিয়েছেন ক্ষমতা ও তরবারির মাধ্যমে, শাস্তিবিধান ও সহায়তার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তার কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। তার এবং তার সঙ্গী-সাথিদের ওপর আল্লাহ অসংখ্য সালাত ও সালাম অবতীর্ণ করুন।

হামদ ও সালাতের পর

বান্দার ওপর আল্লাহর বড় অনুগ্রহ হচ্ছে, তিনি তাদের দান করেছেন ইসলাম—সুবিন্যস্ত দীন হিসেবে। উম্মাহর মধ্যে তৈরি করেছেন এমন কিছু মহান মর্যাদাবান মানুষ, যারা দীনকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন খলিফা ও আমির হিসেবে। বলা যায়, ইসলামি সমাজব্যবস্থা মূলত ইসলামি শরিয়তের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামি শিক্ষা শুধু বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যেই সীমিত নয়; বরং ইসলাম সুসংহত নীতির আলোকে শক্তিশালী ও সুবিন্যস্ত রাজনীতির সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও সচিত্র বাস্তবায়ন দেখিয়েছে; যার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি সুস্পষ্ট করেছিলেন এর শিক্ষা। নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন সীমারেখা। বর্ণনা করেছিলেন এর নীতিমালা। সমাজের সঙ্গে সমন্বয়

করেছিলেন এর শিক্ষা। একই অবস্থানে ছিলেন সত্যপন্থী খুলাফায়ে রাশিদিন। তাদের পরে বনু উমাইয়া ও বনু আব্বাসের যেসব খলিফা ক্ষমতায় এসেছিলেন তারাও আহরণ করেছিলেন সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর আসমানি শিক্ষার আলো, রাজনীতির বিধান। তবে ইসলামি বিধান বাস্তবায়নে কিংবা ইসলামি শিক্ষা চলার ক্ষেত্রে কতিপয় খলিফা ও আমিরদের তরফ থেকে যে বিরোধিতা কিংবা উদাসীনতা পাওয়া যায়, তা ধর্তব্য হতে পারে না। কেননা, তারা ছিলেন মানুষ, আর মানুষ থেকে ভুল-শুদ্ধ সংঘটিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। তারা ফেরেশতা ছিলেন না যে, তাদের ভুল হবে না; কিংবা পাপে জড়াবেন না। দেখতে হবে সমাজে ইসলামি বিধান বাস্তবায়ন হচ্ছিল কিনা। শরিয়তের নির্দেশাবলি প্রচলিত ছিল কিনা, আইন-কানুন বাস্তবায়িত হচ্ছিল কি না, ইসলামি শিক্ষা অনুসরণ করা হচ্ছিল কি না। এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, মুসলিম জাতি জীবনব্যবস্থা, রাজনীতি এবং জীবনবিধান হিসেবে ইসলাম-ভিন্ন অন্যকিছু গ্রহণ করতে পারে না। ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য পথ বেছে নিতে পারে না। তবে প্রচলিত পদ্ধতিগত, বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো অনুসরণের ব্যাপারটি ভিন্ন বিষয়। ইসলামের মৌলিক নীতি, আদর্শ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হলে ওগুলো অনুসরণে কোনো অসুবিধে নেই।

রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা হচ্ছে ইসলামের অন্যতম উত্তরাধিকার। একে অতীত ইতিহাস বা প্রাচীন-সমাজনীতি মনে করার অবকাশ নেই; বরং ইসলামের একটি রেখে যাওয়া আমানত হিসেবে দেখতে হবে। এর ওপর আমল করা জরুরি। এর মাধ্যমে হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা দরকার। যাতে উম্মাহ তার সম্মান ও মর্যাদার আসন ফিরে পায়। খুঁজে পায় হারানো শক্তি। জাগিয়ে তুলতে পারে সমাজকে। যেমনটি বলেছেন সাইয়্যেদ কুতুব শহিদ রহ.—

‘বর্তমান অবস্থার উপশম এর মধ্যে নয় যে, দীনকে শুধু ইবাদতখানায় সীমাবদ্ধ রেখে ফরাসিদের নীতি অনুসরণ করে চলব। তাদের সভ্যতা থেকে আইন-কানুন গ্রহণ করব। অথবা পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শন থেকে সমাজ-জীবনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার শিক্ষা নেব।’

অথবা যেমনটি বলেছেন আরেক ইসলামি চিন্তাবিদ,

‘আজ ইসলাম মুসলমানদের কাছে বিশেষ করে আলেমসমাজের কাছে চায়—তারা নির্ভীকচিত্তে সুস্পষ্টভাবে ইসলামি বিধি-বিধান বর্ণনায় পূর্ণ সচেষ্ট হবেন। এর দাওয়াতের বোঝা নিজেদের কাঁধে বহন করবেন। তারা মনে করবেন, তাদের অস্তিত্ব ইসলামের ভিত্তির ওপর প্রোথিত।’

এই লক্ষ্য সামনে রেখেই বিচক্ষণ আলেমে দীন, মহান মুজাহিদ, শায়খুল হাদিস, প্রধান বিচারপতি, শায়খ আবদুল হাকিম হক্কানি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তার

উদ্দেশ্য—ইসলামের রাজনৈতিক গঠনতন্ত্র ও বিধান-ব্যবস্থাপনা বর্ণনা করা। তিনি গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন বর্তমান মুসলমানদের সামনে ইসলামি জীবনব্যবস্থার এমন সুন্দর চিত্র; বিভিন্ন রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানে যার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা হচ্ছে। গ্রন্থের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, যখন মানুষ দীন থেকে দূরে সরে পড়ে, তখন দীনি শীর্ষ ব্যক্তিদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তারা ইসলামের পতাকা তুলে ধরবেন। এর বিধান ও মর্ম উল্লেখ করবেন। যাতে আল্লাহর এই বাণীর যর্থাথ উপযোগী না হন,

وَ اِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ

‘তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।’[১]

এই মহান লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি গ্রন্থটি রচনা করে উম্মাহকে উপকৃত করেছেন। আল্লাহ তাকে ইসলাম এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

গ্রন্থটির সৌন্দর্যে সোনায় সোহাগার প্রলেপ লাগিয়েছে ইসলামের পতাকাবাহী আমিরুল মুমিনিন শায়খুল হাদিস ওয়াত-তাফসির মৌলবি শায়খ হিবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহর সংক্ষিপ্ত বাণী। আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন। তাকে সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য দান করুন। দীর্ঘজীবী করুন। উত্তম কাজের তাওফিক দিন। তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের উপকৃত করুন। তারসহ সকল মুসলিম শাসকের অন্তর পরিচ্ছন্ন করুন; যা তাদেরকে কল্যাণের এবং ইসলামের পথে চলতে সহায়তা জোগাবে। প্রার্থনা-আল্লাহ যেন সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখেন।

আল্লাহ আমাদের সরদার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিজন এবং সকল সাহাবিদের ওপর রহমত অবতীর্ণ করুন।

অসহায় বান্দা
আম্মার আল মাদানি

১. সুরা মুহাম্মাদ : ৩৮

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ-পরিচয়

শায়খ আবদুল হাকিম ইবনে শায়খুল আল্লামা, শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস খুদায়দাদ (হাজি মোল্লা সাহেব) ইবনে শের মুহাম্মাদ, ইবনে জান মুহাম্মাদ ইবনে সাদুল্লাহ খান ইবনে সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ খান রহ., আল-হক্কানি, আল-আফগানি, আল-কান্দাহারি, আল-বান্দতৈমুরি। তিনি আফগানের বিখ্যাত গোত্র ইসহাকজাইয়ের গর্বিত সন্তান।

জন্ম

ঐতিহাসিক কান্দাহার প্রদেশের পাঞ্জওয়াই অঞ্চলের অন্তর্গত তালুকান গ্রামের দীনদার ও পর্দানশীন পরিবারে ১৩৭৬ হিজরিতে তার জন্ম।

প্রতিপালন ও শিক্ষা

তার পিতা ছিলেন সমকালের খ্যাতিমান আলেম এবং ইসলামি শরিয়ার বিখ্যাত একজন ফকিহ। কুরআনে কারিমসহ ফারসি ভাষা, নাহু-সারফ, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ইসলামি দর্শন, তর্কবিদ্যা, গ্রিক ফিলোসোফি, ভাষাকলা, উত্তরাধিকার-বণ্টন, আকিদা, ফিকহ, উসুলে ফিকহ, এবং তাফসিরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গ্রন্থসমূহ তার নিকট থেকেই শিক্ষালাভ করেন।

এরপর ১৩৯৬ হিজরিতে জাবুল প্রদেশে গিয়ে শায়খ উবায়দুল্লাহ আখুন্দজাদাহর কাছ থেকে ভাষাকলার বিশ্বখ্যাত আলেম আল্লামা তাফতাজানির মুতাওওয়াল কিতাবটি অধ্যয়ন করেন।

অতঃপর ইলমুল হাদিসসহ অন্যান্য শাস্ত্রে পূর্ণতালাভের জন্য ১৩৯৭ হিজরি—১৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তানের পেশোয়ার অঞ্চলের আকুড়াখটকস্থ জামিয়া দারুল উলুম হক্কানিয়ায় ভর্তি হয়ে সেখানকার শীর্ষস্থানীয় শায়খদের থেকে উপকৃত হন। ওখানে তার শায়খদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আবদুল হক হক্কানি, শায়খ আবদুল হালিম জারুবুয়ি, প্রধান মুফতি শায়খ মুহাম্মাদ ফরিদ জারুবরি, শায়খ মুহাম্মাদ আলি সুয়াতি প্রমুখ রাহিমাহুমোল্লাহ।

শায়খ আবদুল হাকিম বলেন, 'দারুল উলুম হক্কানিয়ায় আমি হক্কানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ আবদুল হক রহ.-এর কাছে জামে তিরমিজির অংশবিশেষ অধ্যয়ন করি। শায়খ মুফতি ফরিদ বেগের কাছে অধ্যয়ন করি জালালাইন ১ম খণ্ড, সহিহ বুখারি ১ম খণ্ড, জামে তিরমিজি ১ম খণ্ড ও সুনানু আবু দাউদ। সাদরুল মুদাররিসিন আল্লামা আবদুল হালিম জারুবুয়ির কাছে অধ্যয়ন করি জামে তিরমিজির ২য় খণ্ড এবং শামাইলে তিরমিজি। মাওলানা মুহাম্মাদ আলি সুয়াতির কাছে পড়ি ইমাম তাহাবি রহ.-এর শারহু মাআনিল আসার। আর শায়খ ফজলুল মাওলার কাছে অধ্যয়ন করি মিশকাতুল মাসাবিহ।'

শায়খ আবদুল হাকিম ১৪০০ হিজরি—১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে দারুল উলুম হক্কানিয়া থেকে মেধাতালিকায় উত্তীর্ণ হয়ে পড়ালেখা সমাপন করেন। আকুড়াখটক থেকে শিক্ষাসমাপন শেষে বেলুচিস্তানের জিয়ারত এলাকায় চলে আসেন। ওই বছরের শাবান ও রমজানে শায়খ জান মুহাম্মাদের কাছে কুরআনুল কারিমের তাফসির অধ্যয়ন করেন।

শিক্ষকতা

শায়খের শিক্ষকতা জীবন শুরু হয় কয়েকটি মাদরাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি বেলুচিস্তানের কয়েকটি মাদরাসায় প্রচলিত ধারায় শিক্ষকতা শুরু করি। এর মধ্যে মাদরাসাতু তাদরিসিল কুরআন কারবালা, মাজহারুল উলুম শালদারাহ ও নুরুল মাদারিস হারকাতুল ইনকিলাবিল ইসলামি আফগানিস্তান ছিল উল্লেখযোগ্য।

আফগানিস্তান থেকে রুশবাহিনী চলে গেলে যখন খালক পার্টির ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যায়, তখন আমি পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে ফিরে এসে জন্মভূমি তালুকানের একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করি। ওখানে দুবছর অধ্যাপনা করি আমি। প্রথম বছর আমার দায়িত্বে মাওকুফ আলাইহি (হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদি যেমন, মিশকাত) কিতাবগুলো ছিল। পরের বছর দাওরায়ে হাদিস বিভাগে পাঠদান শুরু করি। এরপর হেলমান্দ প্রদেশের সানজিন অঞ্চলে চলে যাই এবং সেখানকার একটি মাদরাসায় দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত অধ্যাপনা করি। অবশেষে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা মুহাম্মাদ উমর রহ.-এর আগ্রহে কান্দাহারে চলে আসি। ওখানকার ইমারাতে ইসলামিয়ার কেন্দ্রীয় জিহাদি মাদরাসায় তিন বছর অধ্যাপনা করি।'

২০০১ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে সামরিক যৌথবাহিনী ইমারাতে ইসলামিয়ার ওপর চড়াও হলে যখন তালেবানদের শাসন বিলুপ্ত হয়, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে জুলুম ও বর্বরতা, হিজরত করতে বাধ্য হয় জনগণ, শায়খ তখন পুনরায় পাকিস্তানে হিজরত করে কোয়েটায় স্থায়ী হন। এসময় তিনি ওখানকার মুহাম্মাদ খায়ের মহাসড়কে অবস্থিত জামেয়া হাক্কানিয়া এবং হাজি গায়েবি মহাসড়কে অবস্থিত জামেয়া ইসলামিয়া কোয়েটায় নতুনভাবে অধ্যাপনা শুরু করেন।

এরপর ১৪২৪ হিজরি—২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে নিজেই কোয়েটার ইসহাক আবাদে জামেয়া দারুল উলুম শারইয়্যাহ নামে একটি মাদরাসা চালু করে শিক্ষাদান শুরু করেন। এখানে দীর্ঘ ১৪ বছর হাদিসের তালিম দেন তিনি। পরে মার্কিনি ও তাদের দোসরদের ধারাবাহিক চাপে অধ্যাপনা চালিয়ে যেতে অপারগ হয়ে পড়েন। এমনকি মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ আদায়ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে তার জন্য। কেননা, তিনি ছিলেন ইসলামি ইমারাহর বিচার বিভাগের প্রধান। এ পর্যায়ে তিনি গ্রন্থাদি রচনা ও সংকলনের দিকে মনোযোগ দেন এবং আল্লাহর অপার অনুগ্রহে অল্পদিনের মধ্যে মূল্যবান অনেকগুলো কিতাব রচনা করেন। তবে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি কাবুল বিজয়ের পর রচিত হয়েছে।

রচিত গ্রন্থাবলি

১. জাদুল মুহতাজ ফি তাহকিকিল মিনহাজ : এটি শায়খ মুফতি মুহাম্মাদ ফরিদ জারুবরির মিনহাজুস সুনান শারহু জামিয়িস সুনান গ্রন্থের ওপর একটি গবেষণাকর্ম। শায়খ এখানে লেখকের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় যুক্ত করার পাশাপাশি ইলমি কাজও করেছেন। কিতাবটি পাঁচ খণ্ডে ছাপা হয়। শুরুতে ইমারাতে ইসলামিয়ার আমির শায়খুল হাদিস ওয়াত-তাফসির আল্লামা মোল্লা হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখুন। তার জীবনে বরকত দিন। একইভাবে মূল্যবান বাণী দিয়েছেন শহিদ শায়খ সামিউল হক রহ.।

২. আজ-জাদুশ শারয়ি ফি তাওজিহি জামিয়িত তিরমিজি : এটিও মিনহাজুস সুনান শারহু জামেয়িস সুনান ২য় খণ্ডের ওপর একটি তাহকিকি (নিরীক্ষা) কর্ম। এটিও পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত।

৩. জাদুল মাহাফিল ফি শারহিশ শামায়িল : এটি ইমাম তিরমিজি রহ.-এর শামায়িলুন নববি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে তিনি শামায়িলের কয়েকটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, পার্শ্বটীকা এবং সিরাতের বেশ কিছু কিতাবের সহায়তা নিয়েছেন।

৪. রাওজাতুল কাজা : এটি ইসলামি বিচারব্যবস্থার ওপর ফিকহি কায়দা-কানুন সংবলিত একটি গ্রন্থ। এতে বিচার বিভাগ সম্পর্কীয় ১৩৭৯টি আইন-কানুন নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৫. তাতিম্মাতুন নিজাম ফি তারিখিল কাজা ফিল ইসলাম : বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ইসলামি ইতিহাসের প্রারম্ভ থেকে আজতক ইসলামি আইনের ব্যবহার ও এর কার্যকারিতা নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করেছে। ইসলামি আইনের ব্যবহারিক ইতিহাস বিষয়ে অমূল্য একটি সংযোজন এটি।

৬. তাহকিকু মুয়িনুল কুজাত ওয়াল মুফতিয়্যিন : এটি মুয়িনুল কুজাত ওয়াল মুফতিয়্যিন গ্রন্থের একটি মূল্যবান গবেষণাকর্ম। কিতাবটির রচয়িতা হচ্ছেন ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি ও ইমাম আশরাফ আলি থানবি রহ. শিষ্য, খ্যাতিমান মুহাদ্দিস, বিশিষ্ট ফকিহ, শায়খ শামসুল হক আফগানি রহ. (মৃত্যু, ১৪০৩ হিজরি)।

৭. মানাকিবুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ রাহিমাহুমুল্লাহ : এ গ্রন্থে তিনি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ি, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শায়বানি রাহিমাহুমুল্লাহর জীবন ও কর্ম শীর্ষক বিশেষ কিছু আঙ্গিকে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেছেন।

৮. রিসালাতুন ফি আদাবিল মুআল্লিম ওয়াল মুতাআল্লিম : পুস্তিকাটির শুরুতেই তিনি শিষ্টাচারের অর্থ ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচন করেছেন। অতঃপর আলোচনা করেছেন শিক্ষক এবং তার শিক্ষাদান সম্পর্কীয় শিষ্টাচার। পরে আলোচনা করেছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষাগ্রহণ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার। সবশেষে যোগ করেছেন এ বিষয়ে বিস্ময়কর কিছু ঘটনা।

৯. রিসালাতুন ফি আদাবিল আকলি ওয়াশ শারবি : গ্রন্থটির মধ্যে তিনি আহার, আহারকালীন অবস্থা, আহার থেকে অবসর হওয়া, পান করা, দাওয়াত প্রদান এবং মেহমান হওয়া-সংক্রান্ত শিষ্টাচারের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

১০. জাদুদ দোয়া : পুস্তিকাটি দোয়ার আদাব-সংক্রান্ত। শুরু হয়েছে দোয়ার অর্থ ও এর বাস্তবতা আলোচনার মাধ্যমে। পরে আলোচনা করা হয়েছে দোয়ার ফজিলত, হুকুম, আদাব, সময়, অবস্থা, স্থান ইত্যাদি সম্পর্কে। এ ছাড়া এতে হাদিস থেকে বর্ণিত কিছু দোয়া তুলে ধরা হয়েছে। ব্যাখ্যা করা হয়েছে আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্য। সবশেষে কিতাবটি জিহাদ-সংক্রান্ত কতিপয় দোয়ার মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছে।

১১. রিসালাতুন ফি আদাবিস সাফার : উক্ত পুস্তিকায় মুসাফিরের জন্য অনুসরণীয় ও পালনীয় আদাব বা শিষ্টাচার বর্ণিত হয়েছে।

১২. রিসালাতুন ফি আদাবিল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি : কিতাবটি শুরু হয়েছে ফাতাওয়ার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে। পরে বর্ণনা করা হয়েছে বিচারের অর্থ। তফাৎ বর্ণনা করা হয়েছে বিচার ও ফাতাওয়ার। বর্ণনা করা হয়েছে ইফতার হুকুম। মুফতির জন্য অনুসরণীয় আদাব, ফাতাওয়া লেখার আদাব, ইফতার আদাব, ফাতাওয়া চাওয়ার আদাব ও গুণাবলি ইত্যাদিও আলোচিত হয়েছে।

১৩. রিসালাতুন ফি আদাবি কাজায়িল হাজাতি : এই পুস্তিকায় শৌচক্রিয়া-সংক্রান্ত পঠনীয় ও আমলযোগ্য আদাব বর্ণনা করা হয়েছে।

১৪. আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম : গ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে ওয়ালা ও বারার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনার মাধ্যমে। পরে আলোচনা করা হয়েছে বারার বাধ্যবাধকতা নিয়ে। এরপর আলোচনা করা হয়েছে কাফের ও ফ্যাসাদিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হারাম হওয়ার ব্যাপারে। আলোচনা করা হয়েছে এর কিছু প্রকারসমূহ। কথা বলা হয়েছে আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধুদের মধ্যকার শত্রুতা নিয়ে। আলোচনা করা হয়েছে বিদআতি ও ফ্যাসাদিদের থেকে দূর থাকা সম্পর্কে। দেখানো হয়েছে ইসলামে ওয়ালা ও বারার রূপরেখা। এ প্রসঙ্গে নিয়ে আসা হয়েছে খুবাইব ইবনে আদি, সাআদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রা. এবং আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর ঘটনা। সমাপ্তি টানা হয়েছে কাফের ও ফাসেকদের সঙ্গে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে সে আলোচনার মাধ্যমে।

১৫. রিসালাতুন ফিল হাবসি ওয়া আহকামিহি : কিতাবটি শুরু করা হয়েছে বন্দিত্ব এবং কারাগারের অর্থ বর্ণনা দ্বারা। এরপর কারাশাস্তি শরিয়তসিদ্ধ হওয়া এবং এতৎসংক্রান্ত হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে কী কী কারণে বন্দি করা যায়, কতদিন বন্দি রাখা যায়। এ ছাড়া জেলখানার কর্মী ও তাদের পারিশ্রমিক কী হবে, বন্দিদের পালিয়ে যাওয়ার হুকুম কী, রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষের জেলখানা পরিদর্শন, জেলখানার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, এর সংস্কার এবং বন্দিদের ব্যাপারে ইসলামের বিধিনিষেধ-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়েও বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. রিসালাতুন ফি মাসআলাতি হালাকির রাস : এতে মাথা মুণ্ডানোর ব্যাপারে হুকুম-আহকাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৭. রিসালাতুন ফি মাসআলাতিল মুসাফাহা : এ পুস্তিকায় মুসাফাহার (করমর্দনের) অর্থ, মুসাফাহার পদ্ধতি এবং এ নিয়ে বিদ্যমান ভিন্নমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৮. রিসালাতুন ফি মাসআলাতিত তাকলিদ : উক্ত পুস্তিকায় তাকলিদের সংজ্ঞা, তার প্রকার, তাকলিদ শরয়িভাবে প্রমাণিত হওয়া এবং তা চার ইমামকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ থাকা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. রিসালাতুন ফি মাসআলাতিত তারাবিহ : কিতাবটিতে তারাবিহ শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার ইতিহাস নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তা জামাতবদ্ধ আদায়, এর রাকাত-সংখ্যা, এতৎসংক্রান্ত চার মাজহাবের ইমামদের উক্তি বর্ণনাসহ তারাবিহর নামাজে কুরআন খতম প্রসঙ্গেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

২০. জাদুদ দাওয়াহ : এটি দাওয়াত, দাওয়াতের ফজিলত, দাওয়াতের হুকুম, স্বেচ্ছাসেবী, সওয়াব-প্রত্যাশী, দাওয়াতি দায়িত্ব আদায়, এর কর্মপদ্ধতি, মাধ্যমসমূহ এবং দাঈর নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলি-সংক্রান্ত একটি রচনা।

২১. আত তারিখুল ইসলামি : এটি ইতিহাস-সংক্রান্ত একটি রচনা। এতে শুরুতে ইতিহাসের অর্থ, এর শুরুকাল, ইতিহাস রচিত হবার কারণ, এবং আরবি বছর মুহাররাম মাস দ্বারা শুরু হওয়ার কারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২২. খাতমু সাহিহিল বুখারি : গ্রন্থটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সহিহ বুখারির অধ্যায়-বিন্যাস ও শিরোনাম নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে, এতৎসংক্রান্ত বর্ণিত হাদিস নিয়ে। পরিশিষ্টে সহিহ বুখারির শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য কিছু উপদেশ রাখা হয়েছে।

২৩. জাদুল মাআদ ফি মাসায়িলিল জিহাদ : কিতাবটি পশতুভাষায় রচিত। জিহাদবিষয়ক মাসআলা সন্নিবেশিত হয়েছে এখানে।

২৪. তারিকুল ফাজলি ফি মাসায়িলিল গানিমাতি ওয়াল ফাইয়ি : গনিমত ও যুদ্ধলব্ধ মালামালের বিধান নিয়ে রচিত গ্রন্থ।

২৫. তারিকুল জান্নাহ : জীবন কুরবান করা আক্রমণ বিষয়ে রচিত অনবদ্য একটি রচনা।

২৬. জাদুদ দারাইন ফি তাফসিরিল জালালাইন : তাফসির গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।

২৭. আত-তাহকিকুল আজিব ফি হাল্লি শারহিল জামি : আরবি ব্যাকরণের একটি ভাষ্যগ্রন্থ।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা; তিনি যেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতার ইলম ও হিকমাহর যাবতীয় কল্যাণ পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেন। এগুলোর পাঠক, তলাবা ও মহব্বত এই জ্ঞানভান্ডার থেকে সেদিন পর্যন্ত উপকৃত হোক, 'যেদিন মানুষের সহায়-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। একমাত্র তারা ব্যতীত; যারা প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে উপনীত হয়।' পবিত্র ও মহীয়ান আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা।

লেখক
আবদুল গনি মাইওয়ান্দি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর—যিনি তার রাসুলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন। যাতে তিনি এই দীনকে সকল দীনের ওপর শক্তিশালী করেন। সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। সালাত ও সালাম অবতীর্ণ হোক আমাদের সরদার ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর, যার নবুওয়তের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا

'তিনি ছিলেন মুমিনদের ওপর দয়াবান।'[১]

অজস্র ধারায় সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক তার সাথিদের ওপর, যারা কাফেরদের ব্যাপারে ছিলেন খুবই কঠিন, পরস্পরে ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাদের ওপরও, যারা ওঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। সবার ওপর রইল অসংখ্য সালাম।

হামদ ও সালাতের পর,

বান্দার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অপরিসীম। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ অনুগ্রহ হলো ইসলাম। অতএব, সব প্রশংসা আল্লাহর—যিনি আমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন। তিনি পথ না দেখালে আমরা তো পথই খুঁজে পেতাম না।

ইসলাম যে একটি সুবিন্যস্ত জীবনব্যবস্থা এতে কোনোই সন্দেহ নেই। এর আংশিক সম্পর্ক ইবাদতের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এর অনেকটাই বান্দার যাপিত জীবনের নৈতিকতা, লেনদেন এবং রাজনীতিসহ অনেককিছুর সাথে সমভাবে সম্পৃক্ত। এই বিধানগুলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা, কাজ ও সমর্থন থেকে আহরিত। এগুলো নবীর নির্দেশিত পথ ছাড়া পাওয়া মোটেও সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

১. সুরা আহজাব : ৪৩

‘রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থেকো; আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।’[১]

অন্যত্র বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ

‘যারা আল্লাহ এবং শেষ দিবসের আশা রাখে তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।’[২]

অনুরূপ আল্লাহ তার বিরোধিতার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

‘অতএব, যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।’[৩]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ ও তার দীনের শত্রুদের সঙ্গে জিহাদ ছাড়া এই সুদৃঢ় দীনের ওপর অটল থাকা আদৌ সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ দীনকে কেয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ করেছেন। তার অবতীর্ণ কিতাবে জিহাদের লক্ষ্য ও উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। তার মুসলিম বান্দা ও মুজাহিদদের নির্দেশ দিয়েছেন, তারা যেন দীন পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত জিহাদ পরিত্যাগ না করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ وَ اِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ مَوْلٰىكُمْ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

‘আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি নির্মূল হয় এবং আল্লাহর সমূহ হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেন। আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রেখো আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক। কতই না চমৎকার অভিভাবক এবং সাহায্যকারী তিনি।’[৪]

জিহাদ সৃষ্টিগতভাবে কোনো সুখকর কাজ নয়। কারণ, এতে রয়েছে আল্লাহর বান্দাদের অবিরাম কষ্ট আর বিপদ। জনপদ ধ্বংস ও বিরান হওয়া। এগুলো কোনো সহজ কাজ নয়। তবে কাফেরদের অনিষ্ট ও ফাসাদ দূর করা-বিবেচনায় জিহাদ উত্তম কাজ। কারণ, কাফেররা তো আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রু। মূলত কুফুরি দূর করা, সত্য দীন প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর বাণী সমুন্নত করার নিমিত্তেই জিহাদ ফরজ করা হয়েছে। উসুলে ফিকহের

১. সুরা হাশর : ৭
২. সুরা আহজাব : ২১
৩. সুরা নুর : ৬৩
৪. সুরা আনফাল : ৩৯-৪০

কিতাবে জিহাদ সম্পর্কে এভাবেই মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। কুফুর-ফাসাদ থাকাবস্থায় জিহাদ পরিহার করা হলে আল্লাহর বান্দাদের ওপর শুধু নির্যাতন ও অরাজকতাই লেগে থাকবে; যা কোনো অবস্থায়ই মানবসভ্যতার জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। জিহাদ পরিত্যাগ করা কোনো বুদ্ধিমান মুসলমানের কাজও হতে পারে না।

শুধু মার্কিনিদের সৈন্য প্রত্যাহার আর তাদের চ্যালেঞ্জ শেষ হওয়ার কারণে জিহাদ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। আফগানদের দীর্ঘকালীন মহান জিহাদের লক্ষ্যও কেবল এইটুকু নয়। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, আফগানি জনসমাজে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। সবাইকে শরিয়তের পতাকাতলে একত্রিত করা।

এই লক্ষ্য অর্জন ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার বাস্তবায়ন কেবল ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব। শুধুমাত্র এভাবেই কাফেরদের কুফুরি ও ফাসাদের অবসান ঘটতে পারে। এর মাধ্যমেই সমাজে স্রষ্টার আইন ও বিধান বাস্তবায়ন সম্ভব।

এটা তো জানা কথা—ইসলামি ইমারাহ প্রাতিষ্ঠানিক মজবুত ভিত্তি ও রাষ্ট্রীয় পরিচালক ছাড়া আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। পরিচালক হবেন এমন ইমাম—পুরো উম্মাহর জন্য যাকে ওই আসনে পদায়ন করা ওয়াজিব। তিনিই তাদের কল্যাণ দেখবেন। জালেম থেকে মজলুমের প্রতিশোধ নেবেন। বিধান বাস্তবায়ন করবেন। ইয়াতিমদের বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করবেন। ঈদ, জুমা এবং শরয়ি শাস্তি কায়েম করবেন। উশর, জাকাত ও সদকা গ্রহণ করে শরিয়তসম্মত পন্থায় যথাযথ খাতে ব্যয় করবেন। ডাকাত-চোর ও রাহজানদের দমন করবেন। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। সমাজে ইসলামি রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। ইসলাম ও মুসলিমদের নিরাপত্তায় প্রহরার ব্যবস্থা করবেন। গঠন করবেন শক্তিশালী ইসলামি সেনাবাহিনী। গনিমত বণ্টন করবেন যথাযথভাবে। বায়তুলমালের, গনিমতের এবং ইয়াতিমদের সম্পদের নিরাপত্তাবিধান করবেন।

বহু ভাবনার পর, আমি ইচ্ছে করেছি, একটি ইসলামি রাষ্ট্রের প্রয়োজনসমূহ, আমির ও জনগণের ওপর থাকা দায়-দায়িত্ব, আমিরের ক্ষমতার সীমা ও জনগণের আনুগত্যের সীমা ইত্যাদি সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরব। যাতে তা আত্মস্থ করে রাখা সহজ হয়। আল্লাহ সমীপে প্রার্থনা; তিনি যেন আমাকে এই যোগ্যতা ও সুযোগ দান করেন। আমার পালনকর্তার জন্য এটা কোনো বড় বিষয় নয়। আল্লাহ ছাড়া কোনো উপায় ও শক্তি নেই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের এবং সকলের নবী, আমাদের সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার সাথিবর্গ ও তার পরিজনের ওপর।

সূচিপত্র

রাষ্ট্র ও সরকার : ধরন ও প্রকার **২৯**
রাষ্ট্র ও সরকার দুই প্রকার ২৯
হেদায়াতি রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়াবলি **৩২**
মানবরচিত বিধানের অসারতা : দলিল-প্রমাণ **৩৫**
ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে হেদায়াতি রাষ্ট্রব্যবস্থা **৪১**
ইসলামি শরিয়ার উৎস **৪৫**
প্রথম উৎস : কুরআনুল কারিম ৪৫
আধুনিক পরিভাষায় মুআমালাতের প্রকারভেদ ৪৫
দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাতে নববি ৪৬
তৃতীয় উৎস : ইজমায়ে উম্মাহ ৪৬
চতুর্থ উৎস : কিয়াস ৪৬
পঞ্চম উৎস : ইসতিহসান ৪৭
ষষ্ঠ উৎস : প্রচলিত যৌক্তিক বিধান ৪৭
সপ্তম উৎস : উরফ বা সমাজনীতি ৪৭
অষ্টম উৎস : ইসতিসহাব ৪৭
নবম উৎস : আমাদের পূর্ববর্তী শরিয়ত ৪৮
দশম উৎস : সাহাবিদের কথা ও কাজ ৪৮
মাজহাব **৪৯**
মানবীয় স্বভাব ও সামাজিক প্রচলন **৫২**
স্বাতন্ত্র্য **৫৪**
স্বাধীনতা **৫৫**
বাকস্বাধীনতা ৫৫
বিশ্বাসের স্বাধীনতা ৫৭

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা : ভূমির অধিকার ৫৮
ইসলামি সাম্রাজ্যের নাম ৬০
ইমামতের অর্থ ৬০
ইমারাহর অর্থ ৬০
খেলাফতের অর্থ ৬১
দাওলাহর অর্থ ৬৩
সালতানাতের অর্থ ৬৩
হুকুমতের অর্থ ৬৪
রাষ্ট্রপ্রধানের উপাধি ও নাম ৬৫
লিওয়া ও রায়া তথা পতাকা বা ঝান্ডা ৭১
পতাকায় কী লেখা হবে ৭২
আমির নির্বাচন ৭৪
খুলাফায়ে রাশিদার মনোনয়ন পদ্ধতি ৭৭
হজরত আবু বকর রা.-এর মনোনয়ন পদ্ধতি ৭৭
উমর রা.-এর মনোনয়ন পদ্ধতি ৭৯
উসমান রা.-এর মনোনয়ন পদ্ধতি ৮২
আলি রা.-এর মনোনয়ন পদ্ধতি ৮৩
বাইয়াতের পদ্ধতি ৮৪
বাইয়াতের প্রকার ৮৫
পূর্ববর্তী খলিফার কার্যপদ্ধতি ৮৭
জবরদস্তিমূলক ক্ষমতায় চলে আসা ৮৮
জবরদস্তিমূলক শাসনের হুকুম ৮৯
ইমাম থাকাবস্থায় জোরপূর্বক ক্ষমতাদখলকারীর হুকুম ৯০
প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন ৯৩
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সীমিত নেতৃত্ব ৯৬
ইমামতের শর্ত এবং গুণাবলি ৯৯
নারীদের হাতে নেতৃত্ব তুলে দিলে যা হবে ১০০
অযোগ্যকে অপসারণ ১০৫
ইমামতের দায়িত্ব ও উপযোগিতা ১০৭
ইমামের রাজনীতি ১০৯
জনগণের জীবনচরিতের নিরিখে ন্যায়পরায়ণ রাজনীতি ১১২
নীতি চতুষ্টয়ের ওপর রাষ্ট্রের দৃঢ় থাকার শর্ত ১১৩

রাজনীতির প্রকারভেদ ১১৩
আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর উপদেশ ১১৫
আবু বকর রা.-এর রাজনীতি ১১৬
উমর ইবনুল খাত্তাব রা.-এর উপদেশ ১১৯
উমর রা.-এর রাজনীতি ১২০
বিচার বিভাগ উন্নয়নে উমরের রাজনীতি ১২৮
উসমান রা.-এর উপদেশ ১২৯
উসমান রা.-এর রাজনীতি ১২৯
আলি ইবনে আবু তালিব রা.-এর উপদেশ ১৩০
আলি রা.-এর রাজনীতি ১৩২
তার প্রজ্ঞার একটি মজার কাহিনি ১৩৫
১. মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ১৩৯
২. শান্তি নিরাপত্তা বিস্তার করা ১৪১
৩. রাষ্ট্রীয় আয় যথাযথভাবে ব্যবহার করা ১৪১
৪. উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা ১৪৩
৪. সেনাবাহিনী গঠন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ১৪৪
৫. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও সদকা সংগ্রহ এবং তা বণ্টনের ব্যবস্থাপনা ১৪৫
দশটি নীতিমালা ১৪৬
ইমামের শাসনের সমাপ্তি ১৪৯
১. ইসলামগ্রহণের কুফুরি ও রিদ্দাহ (ধর্মদ্রোহীতা) ১৫০
২. পাপাচার ১৫১
অত্যাচারী ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মাসআলা ১৫২
৩. কর্তৃত্বের ত্রুটি ১৫৫
৪. সক্ষমতায় ত্রুটি ১৫৭
দ্বিতীয় প্রকার তথা শারীরিক ত্রুটি মোট চার প্রকার ১৫৯
পদচ্যুতির মাধ্যমে ইমামের কর্তৃত্ব সমাপ্তি ১৬১
জালেম ইমামকে অপসারণের নিরাপদ পন্থা ১৬১
নেতৃত্ব চাওয়া ১৬২
নাগরিকের দায়িত্ব ১৬৪
১. উত্তম কাজে ইমামের আনুগত্য ১৬৪
২. কল্যাণকাজ এবং তাকওয়ায় ইমামকে সহযোগিতা করা ১৬৫
৩. ইমামকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান ১৬৫

৪. ইমামদের অভিশাপ দেওয়া এবং তাদের মন্দচর্চা করতে নেই ১৬৬
৫. ইমাম ও আমিরদের জন্য দোয়া করবে ১৬৬
শাসকদের কাজের বিরোধিতা করা ১৬৬
ইমামদের দাওয়াত ও নসিহত করার জন্য কয়েকটি শর্ত ১৬৮
আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ ১৬৯
আহলে হাল ও আকদের জন্য শর্ত এবং তাদের গুণাবলি ১৬৯
আহলে হাল ও আকদ ছাড়া অন্যদের বাইয়াত ১৭০
ইমাম নির্বাচনে নারীর অবস্থান ১৭১
রাজনীতির জন্য নারীদের পক্ষে ঘরের বাইরে বের হওয়া ১৭৪
আহলে হাল ও আকদের দায়িত্ব ১৭৯
আহলে হাল ওয়াল আকদের সংখ্যা ১৮০
ইসলামে শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি ১৮৩
১. আইনি কর্তৃত্ব ১৮৩
মৌলিক আইন-কানুন ১৮৩
ইসলামে বিধানের উৎস ১৮৬
২. নির্বাহী কর্তৃত্ব ১৮৮
রাষ্ট্রের দপ্তর ১৮৮
খুলাফায়ে রাশিদার আমলে দপ্তর ১৮৮
কর্তৃত্বের প্রকার ১৮৯
সাধারণ কাজে সাধারণ কর্তৃপক্ষ ১৯০
১. প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রিত্ব ১৯০
প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রীদের জন্য শর্ত ১৯২
প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রীদের আনুগত্য ১৯২
প্রতিনিধিত্বশীল মন্ত্রী একাধিক হওয়া ১৯৩
২. নির্বাহী মন্ত্রিত্ব ১৯৪
নির্বাহী মন্ত্রিত্বের জন্য শর্তসমূহ ১৯৫
উভয় মন্ত্রণালয়ের মধ্যে পার্থক্য ১৯৫
বিশেষ কাজে সাধারণ কর্তৃপক্ষ ১৯৬
ইমারাতুল ইসতিকফা (খলিফা মনোনীত ইমারাহ) ১৯৭
অনুরূপ ইমারার আমিরদের জরুরি কাজ সাধারণত সাতটি ১৯৮
জবরদখলকারী ইমারাহ ১৯৯
ইমারাতে ইসতিকফা ও ইমারাতে ইসতিলার মধ্যকার তফাৎ ২০০

ইমারাতু খাসসা বা (বিশেষ ইমারাহ) ২০০
সাধারণ কাজে বিশেষ কর্তৃপক্ষ ২০১
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১
ইসলামি সেনাবাহিনীর ব্যবস্থাপনা ২০১
সেনা-ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত শর্ত ২০২
মুসলিম সেনানায়কের গুণাবলি ২০৫
১. শরয়ি বিধান সম্পর্কে আলেম হওয়া ২০৫
২. তাকওয়া, আনুগত্য পালন এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকা ২০৫
৩. শক্তি ও আমানত ২০৬
৪. বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা ২০৬
৫. অধীনস্থদের প্রতি দয়া ও মমতা ২০৬
৬. বীরত্ব ২০৭
মুসলিম সেনাপতির দায়িত্ব ২০৭
সেনাবাহিনীর ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্য ২১১
অর্থ মন্ত্রণালয় ২১৩
ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের উপকারিতা ২১৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২২১
৩. বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব ২২৮
শরিয়তের দৃষ্টিতে কাজার হুকুম ২২৯
প্রিয়নবীর যুগে কাজার কর্তৃত্ব ২২৯
নবীজির যুগে বিচারকাজের উৎস ২৩২
খেলাফতে রাশিদার যুগে বিচার বিভাগ ২৩৪
সিদ্দিকে আকবার রা.-এর শাসনামলে বিচার বিভাগ ২৩৪
আবু বকর রা.-এর যুগে বিচারব্যবস্থার উৎস ২৩৫
ফারুক আজম রা.-এর যুগে বিচার বিভাগ ২৩৫
উসমান রা.-এর যুগে বিচার বিভাগ ২৩৬
আলি রা.-এর যুগে বিচার বিভাগ ২৩৭
উমাবি যুগে বিচার বিভাগ ২৩৯
উমাবি যুগে বিচার বিভাগে নতুন পরিবর্তন ২৪০
আব্বাসি যুগে বিচার বিভাগ ২৪২
আব্বাসি শাসনামলে বিচার বিভাগে পরিবর্তন পরিবর্ধন ২৪৪
আব্বাসি খেলাফতকালে বিচার বিভাগের উৎস ২৪৬

আব্বাসি যুগে জুলুমের বিচার ২৪৭
আব্বাসি যুগে সাক্ষীর পবিত্রতা ২৪৭
আব্বাসি যুগে বিচারের রায় নথিবদ্ধ করা ২৪৮
আব্বাসি যুগে দিওয়ানুল কাজা বা আদালত দপ্তর ২৪৯
উসমানি যুগে বিচার বিভাগ ২৪৯
উসমানি যুগে বিচার ব্যবস্থাপনা ২৫০
উসমানি যুগে কাজি হওয়ার জন্য প্রযোজ্য শর্তাবলি ২৫১
আদালতের বিভিন্ন স্তর ২৫২
উসমানি-যুগে বিচারব্যবস্থা হানাফি মাজহাবে সীমাবদ্ধ হওয়া ২৫২
শুরা (পরামর্শ-সভা) ২৫৪
শুরা শরিয়তসিদ্ধ হওয়া ২৫৪
শুরাব্যবস্থাপনা শরিয়তসিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ ২৫৫
সুন্নাহর দলিল ২৫৬
পরামর্শের হেকমত ২৫৭
শুরার ক্ষেত্রে ২৫৮
শুরার হুকুম ২৫৮
শুরা-ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নাকি প্রতীকি ২৬১
শুরার সদস্য নির্বাচন ২৬৩
ইসলামি শুরা ও গণতান্ত্রিক শুরার মধ্যে পার্থক্য ২৬৪
শুরার সদস্যবৃন্দের গুণাবলি ২৬৫
পার্থিব শিক্ষা ২৬৯
আধুনিক শিক্ষাকে দীনি শিক্ষা থেকে পৃথক করার প্রয়োজনীয়তা ২৭৩
নারী-শিক্ষা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ২৭৫
নারীদের লেখালেখি ২৭৬
নারীদের শিক্ষার্জন ও শিক্ষকতার ধরন ২৭৭
নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার শিষ্টাচার ২৮২
সহশিক্ষা ২৯১
সহশিক্ষা হারাম হওয়া সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া। ২৯৮
বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহে নারীর চাকুরি ৩০৪
নারী-পুরুষের করমর্দন ৩০৯
স্বামীসঙ্গ ছাড়া নারীর জন্য ভ্রমণ ৩১৭
ইসলামে নারীর অবস্থান ৩২২

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতি

তত্ত্ব ও প্রয়োগ

রাষ্ট্র ও সরকার : ধরন ও প্রকার

রাষ্ট্র ও সরকার দুই প্রকার

১. কর আদায়কারী পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও সরকার।

২. পথপ্রদর্শনকারী কল্যাণরাষ্ট্র ও সরকার।

প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা। এ দুটির পরিচালক, কর্মকর্তা যেমন ভিন্ন, তেমনই ভিন্ন এর ফলাফলও। অর্থভিত্তিক ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হয়, যেকোনো প্রক্রিয়াই হোক রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি ও সঞ্চয়ের স্ফীতি। এখানে সরকারি কর্মকর্তারা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করবে। নানামুখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হবে। দরিদ্রশ্রেণির রক্ত নিংড়ে, কৃষক সম্প্রদায়কে জাঁতাকলে পিষ্ট করে, তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক কর চাপিয়ে অথবা উৎপীড়নমূলক রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে হলেও শহর-বন্দরের শোভা বৃদ্ধি পাবে। সম্পদের পাহাড় ও রাষ্ট্রীয় আয়বৃদ্ধি ছাড়া এই ধরনের শাসনব্যবস্থার অন্য কোনো লক্ষ্য থাকে না। অনুরূপ যেসব পন্থায় রাষ্ট্রের কর্ণধার তথা মন্ত্রী ও আমলাদের, তাদের সন্তানদের, সন্তানের সন্তানদের সরকার-সংশ্লিষ্ট লোকদের, তাদের পরিবার-পরিজনদের এবং তাদের সেবকদের জন্য সৌন্দর্য, গর্ব, অহংকার, সমৃদ্ধি ও আয়েশের ব্যবস্থা হয়, সেগুলোই হয় এই ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য। যাতে তারা গড়তে পারে আকাশছোঁয়া প্রাসাদ। অধিকারী হতে পারে বিপুল ভূ-সম্পদের। ব্যাংক-ব্যালেন্স বাড়াতে পারে দেশে এবং দেশের বাইরে।

এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকে জনগণকে দীনি এবং নৈতিক প্রশিক্ষণ দানে উদাসীন। নিজেকে মূল্যায়ন, আত্মীয়তার বন্ধন টিকিয়ে রাখা, চারিত্রিক উন্নতি এবং ঝগড়া নিরসনের মতো ব্যাপারগুলো ভুলে থাকে। যেসব বিষয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত নেই, রাজনৈতিক দাপট নেই, সেসব বিষয় থাকে তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে। যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে হালালকে হারাম করতে তারা দ্বিধা করে না। যেখানে রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে হারামকে হালাল করতে পিছপা হয় না।

যে রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতীক হচ্ছে জনগণকে সত্যপথ দেখানো, এর মূল লক্ষ্যই হয়ে থাকে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান। সৎকাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। এই ব্যবস্থার মানদণ্ড হচ্ছে মানুষের নৈতিক পরিশুদ্ধি, আত্মার উন্নতি এবং মর্যাদাবৃদ্ধি। মানুষকে দুনিয়াবিমুখ করা। তাদের আখেরাতমুখী করা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অল্পেতুষ্টির সবক দেওয়া। হারাম ও পাপ থেকে বিরত রাখা। কল্যাণরাষ্ট্রের ইমাম অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করেও নৈতিক উন্নতি সাধনে উৎসাহ জোগানোর লক্ষ্যে ইসলাহি ব্যক্তিত্বদের নিযুক্ত করেন। বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করে মুখলিস দাঈদের। এই ব্যবস্থা পুণ্যকাজে উৎসাহ দেয়। মদপান নিষিদ্ধ করে। জঘন্য কাজ অনুৎসাহিত করে। খেলাধুলাসহ ফালতু কাজ থেকে বিরত থাকতে বলে। দায়িত্বজ্ঞানহীনদের দূরে ঠেলে দেয়। যেসব বিষয় মানুষের আকিদা ও নৈতিকতায় ধ্বস নামায়, মানুষের জীবন বিনাশ করে, সেগুলো থেকে বিরত রাখে। তারা নির্মাণ করে বৃহৎ ও অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ-মাদরাসা। দীনদারি ও তাকওয়াকে উৎসাহিত করে। পাপ ও অপরাধপ্রবণতার টুঁটি চেপে ধরে। ধার্মিক ও সংস্কারবাদীদের এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। পাপাচারী ও ধর্মদ্রোহীদের আত্মগোপনে বা সমাজত্যাগে বাধ্য করে। তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করে। এই সরকারের পরিচালকরা হয় আল্লাহর এই বাণীর সাক্ষাৎ প্রতিনিধি,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

‘তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, জাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছাভুক্ত।’[১]

হেদায়েতের দিকে পথপ্রদর্শনকারী (হেদায়াতি) রাষ্ট্রের উপলক্ষ্য ও গঠন হয়ে থাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উপলক্ষ্য ও গঠনপ্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রাণ, প্রবণতা, আত্মচাহিদা, সিরাত, আচরণ ও কর্মপন্থার দিক থেকে হয় প্রথমটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই আমরা দেখি—হেদায়াতি রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে শরিয়তের মূলনীতি বাস্তবায়ন, নিজ দায়িত্ব মূল্যায়ন, সেবা করা ও অপরকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান থাকে। থাকে বিশ্বস্ততা, প্রাণ উৎসর্গ করা এবং অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রেরণাও। অথচ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে আমরা এর বিপরীত গুণগুলোই লক্ষ করে থাকি। দেখা যায়, তারা অবস্থান করে আইনের ঊর্ধ্বে অহংকার প্রদর্শন করে। অনাচারে মেতে ওঠে। প্রভাববিস্তারের ভাবনায় থাকে মত্ত। সর্বদা বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিফাক ও কপটতায় লিপ্ত হয়। অবলীলায় মিথ্যা বলে। তারা ঘুসপ্রথা ব্যাপক করে, ফলে মানুষ ন্যায়বিচার ও শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়। ওই ধরনের রাষ্ট্রের কোনো কর্মকর্তাই

১. সুরা হজ : ৪১

নিজেকে জনগণের সেবক এবং তাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মনে করে না। নিজেকে সে একজন অর্থলিপ্সু ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করতে পারে না। সুযোগ পেলে সে এসব অপকর্ম করতে মোটেও বিরত থাকে না।

ইতিহাসে এই দুই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। অতীত থেকে বর্তমান, প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছে। তবে হেদায়াতি রাষ্ট্রের উপমা ইতিহাসে যেমন বিরল, বর্তমানে তো প্রায় নেই বললেই চলে। বর্তমানে অধিকাংশ— বলতে গেলে সবগুলো রাষ্ট্রই হচ্ছে নিরেট পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

হেদায়াতি রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়াবলি

এই রাষ্ট্রব্যবস্থার মৌলিক কাঠামোর মাঝে নির্দিষ্ট কিছু আবশ্যকীয় বিষয় রয়ে গেছে। যেমন :

১. স্বাধীন আসমানি বিচারব্যবস্থা। সামনে এর আলোচনা আসছে।

২. শক্তিশালী ইসলামি সামরিক বাহিনী। এ নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা আসবে।

৩. আসমানি আইন ও জীবনঘনিষ্ঠ নববি কানুন।

যেকোনো প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত বিধান থাকা আবশ্যক। সে বিধান হতে পারে দুধরনের। এক. শরয়ি বা আসমানি বিধান; দুই. মানবরচিত বা পার্থিব বিধান। উভয় প্রকার বিধানের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধানগুলো আমরা তুলে ধরছি :

১. শরয়ি বিধান মানুষের স্রষ্টা আল্লাহকর্তৃক প্রেরিত। এটি প্রণয়নে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ থাকে না। পক্ষান্তরে প্রণীত আইন হচ্ছে মানবরচিত। অতএব, বলা যায় মৌলিকত্বের দিক থেকে দুটি আইন সম্পূর্ণ দুই মেরুর।

২. ইলাহি আইনের পরিধি হয় মানবরচিত আইন থেকে প্রশস্ত। ইলাহি কানুন স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির, নিজের সঙ্গে সমাজের এবং সমাজের সঙ্গে নিজের মিথস্ক্রিয়া কেমন হবে, তার ব্যাখ্যা দেয়। মানবরচিত আইন সমাজের সঙ্গে নিজের সম্পর্কটা কেমন হবে, শুধুমাত্র সে দিকটিই তুলে ধরে।

৩. ইলাহি বিধান দুনিয়াবি প্রতিদানের পাশাপাশি পরকালীন প্রতিদানের নিশ্চয়তা দেয়, পক্ষান্তরে পার্থিব বিধান শুধু দুনিয়াবি প্রতিদানের মধ্যেই সীমিত থাকে। কেননা পরকালীন জীবনের প্রতি এর থাকে না কোনো আস্থা বা বিশ্বাস।

৪. ইলাহি বিধান খোদ স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত বিধায় এটি মানবজীবনের সকল সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ধারণ করে। তাই এটা হয় চিরন্তন, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানুষের যাবতীয় কল্যাণের উপযোগী। দুনিয়াবি বিধান যেহেতু মানবরচিত এবং মানুষের